কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজে অনিয়ম

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে । কাজ শেষ না করেও প্রত্যয়ন নিয়ে টাকা তুলে নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। প্রত্যয়ন দিয়ে অর্থ বানিজ্যের অভিযোগও রয়েছে প্রকৌশলী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই কর্মকর্তা।
জানা যায়,২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোটচাঁদপুর উপজেলার ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্ধ পান। যার মধ্যে রয়েছে,কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম কাগমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সলেমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুতিয়ার কুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
বিদ্যালয়গুলো ভ্যাট আইটি কেটে ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। যা দিয়ে তারা কাজগুলো করেছেন। বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৫ টি বিদ্যালয় কাজ শেষ করে বিল তুলতে পেরেছেন।
তবে প্রত্যায়ন নিয়েও বিল তুলতে পারেননি ২ টি বিদ্যালয়। এরমধ্যে কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়াও কাজ শেষ না করেও প্রত্যায়ন নিয়ে বিল তুলেছেন বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে আটকে গেছেন কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়।
এ ব্যাপারে বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরজিনা খাতুন বলেন,সামান্য একটু কাজ বাকি ছিল। এ কারনে প্রত্যয়ন নিয়ে বিল তুলেছি। অফিস ম্যানেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি তাদের তেমন কোন টাকা দেয়নি। বিদ্যালয়ে এসেছিল, তাই তেল খরচ দিয়ে ছিলাম। কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাধা রানী বলেন, আপনারা বোঝেন তো অফিসকে কিছু দিতেই হয়। তবে তিনি কত দিয়েছেন সেটা এ প্রতিবেদককে পরে বলবেন বলে জানান। সলেমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মরিয়ম খাতুন বলেন, আমি টাকা দিচ্ছিলাম না। সবার শেষে ১ হাজার টাকা দিয়েছি। আর প্রক্কলন তৈরির জন্য অফিসকে ৫ শ টাকা দিয়েছি।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত কুমার কুন্ডু বলেন, জুন মাস হওয়ায় আমার বিদ্যালয় গুলোয় যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমার এসও ও সার্ভেয়ার বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে, আমাকে এসে